বিশ্ব দর্শন দিবস ২০২৪

স্মরণিকা

সম্পাদক
ড. কাজী এ এস এম নুরুল হুদা

দর্শন বিভাগ
গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র
ও
নৈতিক উন্নয়ন কেন্দ্র
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ব দর্শন দিবস ২০২৪

স্মরণিকা

দর্শন বিভাগ

গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র ও নৈতিক উন্নয়ন কেন্দ্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

World Philosophy Day 2024

Souvenir

Department of Philosophy

Dev Centre for Philosophical Studies & Centre for Moral Development

University of Dhaka

ব্যবস্থাপনা কমিটি

আহ্বায়ক

অধ্যাপক ড. শাহ্ কাওসার মুস্তাফা আবুলউলায়ী

সদস্যবৃন্দ

অধ্যাপক ড. জসীম উদ্দিন

অধ্যাপক মো. নূরুজ্জামান

অধ্যাপক আ খ ম ইউনুস

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ দাউদ খাঁন

জনাব আহম্মদ উল্লাহ

ড. কাজী এ এস এম নুরুল হুদা

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক

ড. কাজী এ এস এম নুরুল হুদা

সদস্যবৃন্দ

অধ্যাপক ড. জসীম উদ্দিন

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ দাউদ খাঁন

জনাব আহম্মদ উল্লাহ

Managing Committee

Convenor

Professor Dr. Shah Kawthar Mustafa Abululayee

Members

Professor Dr. Jasim Uddin

Professor Md. Nuruzzaman

Professor A K M Yunus

Professor Dr. Mohammed Daud Khan

Mr. Ahammad Ullah

Dr. Kazi A S M Nurul Huda

Editorial Board

Editor

Dr. Kazi A S M Nurul Huda

Members

Professor Dr. Jasim Uddin

Professor Dr. Mohammed Daud Khan

Mr. Ahammad Ullah

মুদ্রণ: বেঙ্গল কম-প্রিন্ট

৬৮/৫, গ্রিন রোড, পান্থপথ, ঢাকা-১২০৫

ফোন : ০১৭১৩-০০৯৩৬৫, ০১৮২২-৮২৮৮৬৯

World Philosophy Day 2024: Souvenir, Edited by : Dr. Kazi A S M Nurul Huda and Published by The Department of Philosophy, University of Dhaka, Dhaka-1000, Bangladesh Published: November 21, 2024

এ স্মরণিকার নিবন্ধসমূহে প্রকাশিত অভিমত সম্পূর্ণরূপে লেখকের একান্ত নিজস্ব। এজন্য সম্পাদনা পরিষদ বা প্রকাশক কোনোভাবে দায়ী নয়।

‘সভ্যতাগতভাবে’ রূপান্তরিত রাষ্ট্র: দায় ও দরদের সন্ধানে

কাজী এ এস এম নুরুল হুদা*

মানবজাতি এমন একটি যুগে এসে উপনীত হয়েছে যেখানে জলবায়ু পরিবর্তন, অর্থনৈতিক অস্থিরতা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অবক্ষয়সহ নানাধরণের অস্তিত্বগত সঙ্কটের কারণে চিরায়ত রাষ্ট্র পরিচালনার সীমাবদ্ধতাগুলো ক্রমবর্ধমানভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আইনি আনুষ্ঠানিকতা এবং সার্বভৌমত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা রাষ্ট্র সম্পর্কিত চিরায়ত ধারণাসমূহ সমসাময়িক বিশ্বের গভীর নৈতিক চ্যালেঞ্জগুলো সমাধান করতে অনেকাংশে ব্যর্থ। যদিও রাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরে শাসনব্যবস্থার একটি উপকরণ হিসাবে কাজ করে আসছে, দায় ও দরদের ভিত্তিতে এ প্রতিষ্ঠানের রূপান্তর এমন সঙ্কট মোকাবিলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। এ পরিবর্তনটি কেবল রাষ্ট্রের কার্যকারিতা উন্নত করার বিষয় নয়। বরং এটি শাসনব্যবস্থার একটি মৌলিক পুনর্বিচার, যেটি রাষ্ট্রের বৈধতাকে নৈতিক মূল্যবোধ, নৈতিক দায়িত্ব এবং মানবিক দরদের ভিত্তিতে স্থাপন করে।

দায় ও দরদের উপর স্থাপিত এমন ‘সভ্যতাগতভাবে’ রূপান্তরিত রাষ্ট্রের ধারণা রাষ্ট্রের প্রকৃত চরিত্র নিয়ে গভীর দার্শনিক ও নৈতিক ভাবনা থেকে উদ্ভূত। এটি শুধু রাজনৈতিক সংগঠন বা অর্থনৈতিক কাঠামো নিয়ে নয়; বরং সমাজ ও শাসনব্যবস্থা নিয়ে ভাবার ক্ষেত্রে একটি গভীর নৈতিক পরিবর্তনের প্রতিফলন। সভ্যতাগতভাবে রূপান্তরিত রাষ্ট্র দৈনন্দিন শাসনকার্যের প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োগকে ছাড়িয়ে মানব সভ্যতার হাজার বছরের উচ্চতম আদর্শগুলোকে ধারণ করে। এটি মূলত জনগণের সমষ্টিগত নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক পরিপক্কতার প্রতিচ্ছবি।

এ দৃষ্টিভঙ্গিতে রাষ্ট্র কেবল প্রশাসনিক ব্যবস্থা নয় বরং এটি একটি সজীব সংগঠন যা নাগরিকদের মূল্যবোধ ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। এটি এমন একটি রাষ্ট্র, যা ন্যায়বিচার, দায়, দরদ এবং মর্যাদার আদর্শ সমুন্নত রাখে এবং এগুলোকে প্রসারিত করে। বর্তমান রাষ্ট্রগুলোকে প্রায়শই নিরপেক্ষ বা নৈতিকতাহীন সংস্থা হিসাবে দেখা হয়, যা শুধু শৃঙ্খলা বজায় রাখা, আইন প্রয়োগ করা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার দিকে মনোনিবেশ করে। কিন্তু সভ্যতাগতভাবে রূপান্তরিত রাষ্ট্র ভিত্তিগতভাবে নৈতিক। এর বৈধতা শুধু সামাজিক চুক্তি থেকে নয় বরং মানব মর্যাদা ও সমষ্টিগত কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া নৈতিক নীতিমালার সঙ্গে এর সামঞ্জস্যতা থেকেও উৎসারিত।

রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন

সভ্যতাগতভাবে রূপান্তরিত রাষ্ট্রের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। আধুনিক রাজনৈতিক তত্ত্বে রাষ্ট্রকে প্রায়শই মানব আচরণ নিয়ন্ত্রণ, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সামাজিক জীবনের জটিলতা নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসাবে দেখা হয়। হবসিয় দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্র একটি প্রয়োজনীয় মন্দ, যা প্রকৃতির রাজ্যের বিশৃঙ্খলা রোধে ব্যবহৃত হয়, যেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থের অনুসরণ সহিংসতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে (Hobbes, 1994)। এমনকি উদার গণতন্ত্রেও রাষ্ট্রকে প্রধানত একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখা হয়, যা ব্যক্তি অধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিত করে এবং নাগরিকদের তাদের স্বার্থ সাধনের সুযোগ দেয় (Rawls, 1999)। কিন্তু সভ্যতাগতভাবে রূপান্তরিত রাষ্ট্র এ ন্যূনতম ভূমিকা অতিক্রম করে।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ইমেইল: *huda@du.ac.bd*

এ রাষ্ট্র স্রেফ একটি নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার বদলে নৈতিক ও নীতিগত অগ্রগতির সক্রিয় এজেন্ট হয়ে ওঠে। এটি শুধু ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব নিরসন করে না; এটি এমন একটি পরিবেশ তৈরি করে যেখানে নাগরিকরা কেবলমাত্র বস্তুগত নয়, আধ্যাত্মিক ও নৈতিকভাবেও বিকশিত হতে পারে (MacIntyre, 1981)। রাষ্ট্র একটি পিতৃত্বসুলভ ভূমিকা নেয়, কিন্তু এটি কর্তৃত্ববাদী নয়; বরং এটি সমাজকে সমষ্টিগত কল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গির দিকে পরিচালিত করে। এটি নিশ্চিত করে যে, ব্যক্তি কর্ম এবং সামাজিক কাঠামো দরদ, ন্যায়বিচার, এবং সমষ্টিগত দায়িত্বের বৃহত্তর মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ ধারণাটি প্রাচীন এবং আধুনিক দার্শনিক ঐতিহ্যগুলোর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যেমন কনফুসিয় নীতিতে রাষ্ট্রকে একটি নৈতিক কর্তৃপক্ষ হিসাবে দেখা হয় (Confucius, 2003) এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক দর্শনের আলোচনায় ইতিবাচক স্বাধীনতার মাধ্যমে মানব বিকাশের উপর জোর দেওয়া হয়েছে (Berlin, 2002)।

পথনির্দেশক নীতিস্বরূপ দরদ

সভ্যতাগতভাবে রূপান্তরিত রাষ্ট্রের একটি মূল বৈশিষ্ট্য হলো শাসনব্যবস্থার পথনির্দেশক নীতি হিসাবে দরদের ওপর গুরুত্বারোপ। দরদকে প্রায়শই ব্যক্তিগত বা ধর্মীয় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, কিন্তু এ মডেলে এটি একটি মৌলিক গণউৎকর্ষতা হয়ে ওঠে। রাষ্ট্র কেবল আইন প্রয়োগ বা সেবা প্রদানের জন্য নয়; এটি গভীর অর্থে তার জনগণের যত্ন নেওয়ার জন্য বিদ্যমান। দরদপূর্ণ শাসনব্যবস্থা এমন নীতিগুলোর মাধ্যমে প্রকাশিত হবে, যা সমাজের সবচেয়ে দুর্বল সদস্যদের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেয়। সমাজকল্যাণ, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং আবাসনকে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার উপায় হিসাবে নয় বরং নৈতিক কর্তব্য হিসাবে দেখা হবে। রাষ্ট্রের বৈধতা তার সেই সামর্থ্য থেকে আসে যা এটি নিশ্চিত করতে পারে যে কাউকে বঞ্চিত করা হবে না এবং প্রতিটি ব্যক্তিকে তার অন্তর্নিহিত মর্যাদা ও শ্রদ্ধার সাথে বিবেচনা করা হবে (Nussbaum, 2007)।

এটি অনেকভাবে দার্শনিক মার্থা নুসবামের সক্ষমতা দৃষ্টিকোণের সম্প্রসারণ। নুসবাম বলেন যে ন্যায়সঙ্গত সমাজ হলো এমন একটি সমাজ যা নিশ্চিত করে যে প্রতিটি ব্যক্তির বিকশিত জীবনযাপনের ক্ষমতা রয়েছে (Nussbaum, 2000)। এতে শুধু বস্তুগত কল্যাণ নয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং নিজের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ অন্তর্ভুক্ত। সভ্যতাগতভাবে রূপান্তরিত রাষ্ট্র এ দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করলেও এটি এর থেকেও আরেকটু বেশি কিছু। এটি শুধু নাগরিকদের বিকশিত হওয়ার সুযোগ প্রদান করবে না, এটি তাদের মধ্যে সমষ্টিগত দায়িত্ববোধও সৃষ্টি করবে। রাষ্ট্রের ভূমিকা শুধু নীতি বাস্তবায়ন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং এটি সমাজের চরিত্র ও নৈতিক সংস্কৃতি গঠনেও ভূমিকা রাখবে (Taylor, 2018)।

দায় এবং আন্তঃসম্পর্ক

দরদ সম্পর্কিত আলোচনা সভ্যতাগতভাবে রূপান্তরিত রাষ্ট্রের আরেকটি মূল বৈশিষ্ট্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে: দায়ের ধারণা। আধুনিক রাজনীতিতে দায়কে প্রায়শই সীমিত অর্থে গ্রহণ করা হয়: সরকার শৃঙ্খলা বজায় রাখতে, নাগরিকরা আইন মেনে চলতে এবং ব্যক্তিরা তাদের সফলতা বা ব্যর্থতার জন্য দায়বদ্ধ। তবে সভ্যতাগতভাবে রূপান্তরিত রাষ্ট্রে দায়কে অনেক গভীর এবং পূর্ণাঙ্গভাবে বোঝা হয়। এটি কেবল আইনগত দায়িত্ব বা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখার কথা বলে তা নয়; এটি আমাদের আন্তঃসম্পর্ক এবং ব্যক্তিগত উন্নতি ও সমষ্টিগত কল্যাণের সম্পর্ককে বোঝার সাথেও সম্পর্কিত।

এ ধারণাটি আফ্রিকার উবুনটু দার্শনিক ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত, যা বলে "আমি আছি কারণ আমরা আছি।" এটি কমিউনিটারিয়ান রাজনৈতিক তত্ত্বের সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ, যা কমিউনিটি এবং শেয়ারকৃত মূল্যবোধকে ব্যক্তি পরিচয় এবং দায়িত্ব গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে তুলে ধরে (Etzioni, 1993)। সভ্যতাগতভাবে রূপান্তরিত রাষ্ট্র এক ধরণের পারস্পরিক দায়িত্ববোধ তৈরি করবে, যেখানে নাগরিকরা নিজেদের কল্যাণকে অন্যদের কল্যাণের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত মনে করবে। এ দায়বোধ ব্যক্তি থেকে প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত সমাজের সব স্তরে ছড়িয়ে পড়বে এবং এমন একটি সংস্কৃতি তৈরি করবে যেখানে অন্যদের যত্ন নেওয়া কেবল একটি ব্যক্তিগত উৎকর্ষতা নয় বরং একটি নাগরিক দায়িত্ব।

বাংলাদেশের ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান: নৈতিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের দাবি

বাংলাদেশের ২০২৪ সালের শিক্ষার্থী-জনতা অভ্যুত্থানকে সভ্যতাগত পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষার একটি প্রকাশ হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে শুরু হওয়া এ আন্দোলন খুব দ্রুত রাষ্ট্রের নৈতিক ব্যর্থতার ব্যাপক সমালোচনায় পরিণত হয় (Huda, 2024a)। সহিংসতা, দমন এবং শিক্ষার্থী-জনতার হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে প্রতিফলিত হওয়া সরকারের নিষ্ঠুর প্রতিক্রিয়া তৎকালীন শাসনের মধ্যে দায় ও দরদের অভাবকে তুলে ধরে। এ আন্দোলন কেবল রাজনৈতিক সংস্কারের দাবি ছিল না। এটি এমন একটি রাষ্ট্রের দাবি ছিল, যা নাগরিকদের মর্যাদা এবং অধিকারকে সমুন্নত রাখবে, তাদের প্রতি দরদী হবে, এবং তাদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে দায়িত্ব পালন করবে।

অবশ্যই, এ দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়িত করার পথে কীভাবে এগোতে হবে তা একটি বড় চ্যালেঞ্জ (Huda, 2024b)। সভ্যতাগত পরিবর্তন অত্যন্ত কঠিন এবং এটির জন্য শুধু রাজনৈতিক সংস্কার বা শাসন পরিবর্তনের চেয়ে অনেক বেশি কিছু প্রয়োজন। এটি সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক পরিবর্তনের একটি গভীর প্রক্রিয়া, যা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে এবং নাগরিকদের মননে এবং মস্তিষ্কে হতে হবে। এ ধরণের পরিবর্তন এক রাতেই অর্জিত হয় না; এটির জন্য দরকার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা, সংলাপ এবং রাষ্ট্রের ভূমিকা ও সমাজে ব্যক্তির দায়িত্ব পুনর্বিবেচনা করার জন্য সমষ্টিগত প্রতিশ্রুতি।

সভ্যতাগতভাবে রূপান্তরিত রাষ্ট্রের কল্পনা করতে গেলে এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এমন একটি রাষ্ট্র স্থির বা ইউটোপিয় হবে না। এটি গতিশীল হবে, স্থিরচিত্তে পরিবর্তনের জন্য উন্মুক্ত থাকবে (Sen, 1999)। এটি তার নাগরিকদের উপর মহৎ জীবন সম্পর্কিত একটি একক দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দেবে না বরং একটি বহুত্ববাদী পরিবেশ তৈরি করবে যেখানে বিভিন্ন জীবনযাত্রা ও চিন্তাধারা বিকশিত হতে পারবে (Rawls, 1999)। এটি মনে রাখতে হবে যে, রাষ্ট্র শুধু একটি রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ নয়, এটি জনগণের একটি সতেজ প্রকাশ, যার সত্যিকার শক্তি এবং বৈধতা আসবে মানুষের মধ্যে ভালবাসা, দরদ, ন্যায়বিচার, এবং সমষ্টিগত দায়িত্বের চেতনায় (Nussbaum, 2011)।

উপসংহার

সভ্যতাগতভাবে রূপান্তরিত রাষ্ট্র মানব শাসন সম্পর্কিত সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। এটি এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে নাগরিকদের বস্তুগত, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণ হয়, যেখানে প্রতিটি ব্যক্তির মর্যাদা সম্মানিত হয়, এবং যেখানে স্বার্থের সংকীর্ণতার পরিবর্তে সাধারণ মঙ্গলকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এ রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা এমন একটি উত্তরণের পথ নির্দেশ করে, যা আরও ন্যায়সঙ্গত, সমতাভিত্তিক এবং সহানুভূতিশীল বিশ্বের দিকে আমাদেরকে এগিয়ে

নিয়ে যেতে পারে। এটি এমন একটি রাষ্ট্র যা প্রতিফলিত করে যে দরদ এবং একে অপরের প্রতি গভীর দায়িত্ববোধ দ্বারা পরিচালিত হলে ব্যক্তি ও জাতি উভয় হিসাবেই মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ আমরা অর্জন করতে পারি। তাই রাষ্ট্রকে দায় এবং দরদের ভিত্তিতে একটি সভ্যতাগত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা কেবল একটি দার্শনিক আদর্শ নয়, জরুরি বাস্তব প্রয়োজনও বটে।

তথ্যসূত্র

Berlin, I. (2002). *Liberty*. Oxford University Press.

Confucius. (2003). *The analects* (Trans. Edward Slingerland). Hackett Publishing Company.

Etzioni, A. (1993). *The spirit of community: The reinvention of American society*. Touchstone.

Hobbes, T. (1994). *Leviathan*. Hackett Publishing Company.

Huda, K. A. S. M. (2024a, September 30). "Bangladesh's July-August uprising: A student movement that transcended quota reform." *Countercurrents*. https://countercurrents.org/2024/09/bangladeshs-july-august-uprising-a-student-movement-that-transcended-quota-reform/

Huda, K. A. S. M. (2024b, October 2). "The next challenge for Bangladesh's 2024 uprising." *E-International Relations*. https://www.e-ir.info/2024/10/02/opinion-the-next-challenge-for-bangladeshs-2024-uprising/

MacIntyre, A. (1981). *After virtue: A study in moral theory*. University of Notre Dame Press.

Nussbaum, M. (2000). *Women and human development: The capabilities approach*. Cambridge University Press.

Nussbaum, M. (2007). *Frontiers of justice: Disability, nationality, species membership*. Belknap Press.

Nussbaum, M. C. (2011). *Creating capabilities: The human development approach*. Harvard University Press.

Rawls, J. (1999). *A theory of justice*. Harvard University Press.

Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.

Taylor, C. (2018). *The ethics of authenticity*. Harvard University Press.